বেলী-বকুলের বদলে যাওয়া...

WE CAN
End ALL violence against women
WE CAN Bangladesh

প্রকাশক
আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর - ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর - ২০১৫

উপকরণ উন্নয়ন
জিনাত আরা হক
রেজাউল হক

সম্পাদনা
প্রকাশনা উন্নয়ন কমিটি
আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

ছবি অংকন ও ডিজাইন
রেজাউল হক

মুদ্রণ : সিম্পলফর্ম

বেলীর বয়স ২৪। তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে ঢাকা শহরের এক মহল্লায় থাকে।
সে পাশের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে।

বেলীর স্বামী বকুল মিয়া। মাঝে মধ্যে রিক্সা চালায়। বেশিরভাগ সময় ঘরে শুয়ে থাকে অথবা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারে।

বেলীর বড় মেয়ের নাম শেলী। এবার প্রাইমারী পাশ করেছে। তার আরও লেখাপড়া করার ইচ্ছা, কিন্তু মা-বাবা তাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে।

মাসিক হবার পর থেকেই শেলীর উপর কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বখাটেদের উৎপাতের কথা ভেবে আগের মত ঘরের বাইরে বা স্কুলে যাওয়াও তার নিষেধ।

ফ্ল্যাট বাড়ির কাজ শেষে ঘরে ফেরে বেলী। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে রাতে সে যখন শুতে আসে তখন বকুল সোহাগ করতে চায়।

বেলীর আপত্তি শুনে ক্ষেপে যায় বকুল। প্রথমে বেলীর চরিত্র নিয়ে গালাগালি করে। তারপর বেলী প্রতিবাদ করলে শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন।

সকালে পাশের বাড়ির হাসু ভাবী বেলীকে খুঁজতে এসে দেখে সে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। হাসু ভাবী বেলীকে নিয়ে কাছের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যায়।

ক্লিনিকের আপাকে হাসু ভাবী সব খুলে বলে। এখানে বেলী জানতে পারে, বকুল যা করেছে তা পারিবারিক নির্যাতন; আর পারিবারিক নির্যাতন একটি অপরাধ।

সকাল থেকেই বকুলের মেজাজ গরম। সে ভাবতে থাকে— যে বউ রাতে কাছে আসে না তার সাথে সংসার করে কী লাভ? এমন সময় সামনে দিয়ে একটা র‍্যালী যেতে থাকে।

নুরু ভাইয়ের ডাকে বকুলও যোগ দেয় ‘আমরাই পারি’ র র‍্যালীতে।

নুরু ভাইয়ের কাছে বকুল জানতে পারে পারিবারিক নির্যাতন কী এবং র‍্যালী থেকে সে এ বিষয়ে কিছু বই ও পোস্টার পায়।

বইগুলো পড়ে খুব অবাক হয় বকুল। বইয়ের কথাগুলো নতুন কিন্তু সত্যি এবং ভালো। বকুল বুঝতে পারে, বেলীর সাথে সে যা করেছে তা পারিবারিক নির্যাতন।

শেলী রেডিওতে পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা শুনছে। বকুলও সেই আলোচনা শুনলো, তারপর পোস্টার ও বইগুলো শেলীকে দিল।

বাবার কাছ থেকে পোস্টার ও বইগুলো পেয়ে ভীষণ অবাক হয় শেলী। সে বাবাকে বলে– মায়ের সাথে তুমি যে আচরণ কর তা অন্যায়। বকুল চুপ করে থাকে।

বকুল অনুতপ্ত হতে থাকে। সে ভাবে– সত্যি সে বেলীর প্রতি অন্যায় করেছে। নাহ্ তার নিজেকে বদলানো দরকার।

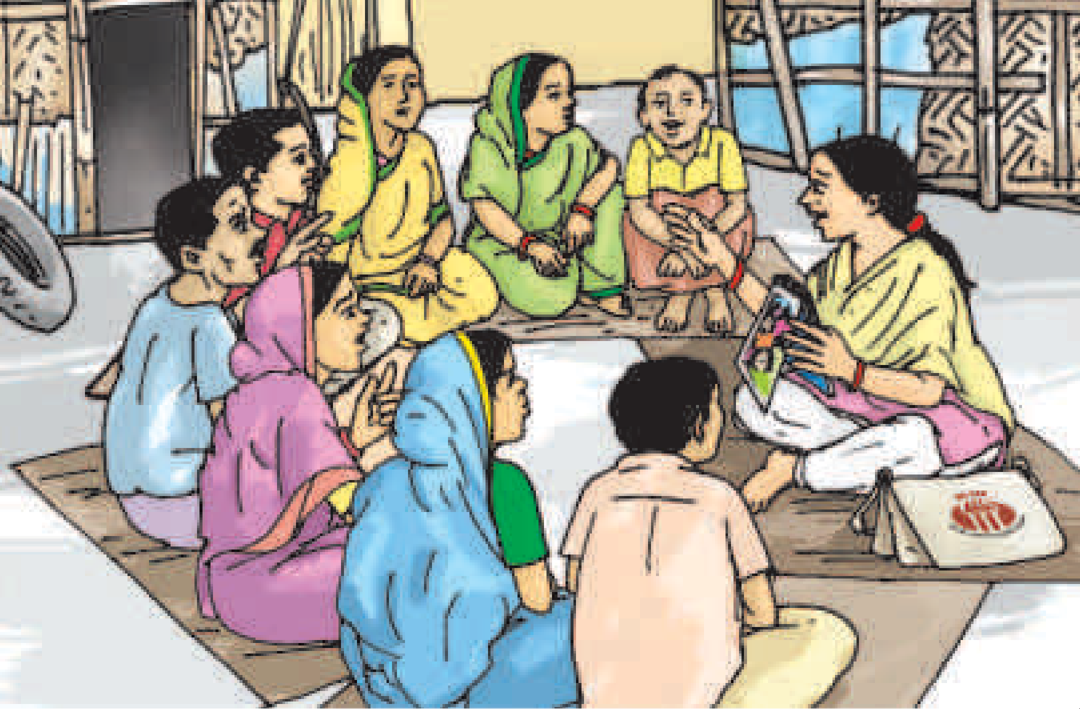

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের মিটিং হচ্ছে। বেলী, বকুলসহ অনেকে পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করার অঙ্গীকার করে। আজ থেকে তারা সবাই চেঞ্জমেকার।

বেলী বুঝতে পারে— বকুল ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আগের সেই রাগ, উগ্র মেজাজ আর নেই বরং বেলীর প্রতি এখন অনেক সংবেদনশীল।

এক বিকেলে বেলী আর বকুল সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করে। তারা দু'জনই বুঝতে পারে– বখাটেদের উৎপাতের কথা ভেবে শেলীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া ঠিক হয়নি।

পাশের ঘর থেকে নাজমার জোরে কান্নার আওয়াজ শুনে বেলী ও বকুল দৌড়ে যায়।
নাজমার স্বামী গোপনে আরেকটা বিয়ে করেছে।

নাজমা ও দুই সন্তানসহ বেলী ও বকুলকে সাথে নিয়ে কাছের আইনী সহায়তা কেন্দ্রে যায়। সেখানে জানতে পারে– তার স্বামী যা করেছে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মহল্লায় এখন কোন পরিবারে সমস্যা হলে তারা বেলী–বকুলের কাছে আসে পরামর্শ নিতে। মহল্লাতে দিনে দিনে চেঞ্জমেকার–এর সংখ্যা বাড়ছে।

মা-বাবার উৎসাহে শেলী আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সে জেনেছে- প্রতি মাসে মাসিক-এর সময় তার বাড়তি যত্নের প্রয়োজন।

শেলীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে ঘটক। বেলী ও বকুল ঘটককে বলে– ১৮ বছরের আগে তারা মেয়েকে বিয়ে দেবে না। শেলীরও একই মত।

আজ হাসু ভাবীর ননদের বিয়ে হচ্ছে। সবাই খুব মজা করছে। বিয়েতে কনের মত আছে কিনা শেলী জানতে চায় আর বেলী বিয়ে রেজিস্ট্রির গুরুত্ব সম্পর্কে হাসু ভাবীকে জানায়।

বেলী–বকুল প্রতিদিন সকালে কাজে বেরিয়ে পড়ে আর রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। তবুও প্রতিদিন রাতের খাবার তারা একসঙ্গে বসে খায় আর গল্প করে।

বকুল এখন বোঝে– জোরাজুরি করে সোহাগ করা যায় না। সোহাগ করার জন্য দু'জনেরই সম্মতি থাকা দরকার।

শেলী ভাবছে– আমাদের পরিবারটা কত সুন্দর! সবার পরিবার যদি এমন হতো!
বেলী–বকুল বোধহয় মেয়ের মনের কথা বুঝতে পারলো।

আমাদের কথা:

নারী শুধু নারী হয়ে জন্ম নেয়ার জন্যই অর্থাৎ তার লিঙ্গীয় পরিচয়ের কারণেই বাংলাদেশে তার প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ, রাজনীতি এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণসহ সকল বিষয়ে নারী তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারীকে তার বয়সভেদে, সম্পর্কের ভিন্নতায়, স্থানের তারতম্যতায় অধিকারহীনতার মুখোমুখি হতে হয় একইসাথে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আর এই নির্যাতনের ধরনেও রয়েছে অনেক বেশি ভিন্নতা। সম্পদশালী বা সম্পদহীন, গ্রামীণ অথবা শহুরে, শিশু বা বৃদ্ধ সকল অবস্থান থেকে নারী বঞ্চিত হয়। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন বিধি-বিধান দ্বারা নারীর এই অবস্থানকে যুগের পর যুগ ধরে চলমান রেখেছে। নারী এই বঞ্চিত অবস্থার পরিবর্তন চাইলে পারিবারিক, সামাজিক বা সাংগঠনিকভাবে সহযোগিতা পাওয়া তার জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে। নির্যাতনের মাঝে বেড়ে ওঠা নারীর পক্ষে নিজের যোগ্যতা দিয়ে সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হওয়াও কোনো সহজ কাজ নয়।

নারী নির্যাতন বন্ধে বিচ্ছিন্ন ইস্যুভিত্তিক উদ্যোগের পরিবর্তে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা থেকে **“নারীর স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছাপূরণ (সখি)”** কার্যক্রমের ধারণা

তৈরি হয়। "নারীর স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছাপূরণ (সখি)" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, ব্লাস্ট, মেরী স্টোপস এবং বিডব্লিউএইচসি। সখি কার্যক্রমটি ঢাকা শহরের ৩টি এলাকায় ১৫টি বস্তিতে কর্মজীবী নারীদের জন্য পরিচালিত হচ্ছে।

নারীর জন্য সকল সুযোগকে ন্যায্যভাবে নিশ্চিত করার স্বার্থে নারী-পুরুষ সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদেরকে অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করাসহ নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে গড়ে তুলতে আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট এই উপকরণটি নির্মাণ করেছে। নারী-পুরুষের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক এবং সংবেদনশীল আচরণ একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবার গড়ে তুলতে পারে তারই প্রতিচ্ছবি "**বেলী বকুলের বদলে যাওয়া**" কাহিনীটির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা আশা রাখছি পুস্তিকাটি সকলে পড়বেন এবং অন্যান্যদের সাথে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন যা নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন বন্ধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

WE CAN

End ALL violence against women

WE CAN
Bangladesh

/wecanbangladesh

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
বাড়ি- ৬/৪-এ (তৃতীয় তলা), স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
যোগাযোগ- +৮৮(০২)৯১৩০২৬৫। ই-মেইল- info@wecan-bd.org, ওয়েবসাইট- www.wecan-bd.org